পবিত্র কোরআনে হযরত সালেহ (আ:) ও সামুদ জাতি ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত সালেহ (আ:) ও সামুদ জাতি ঘটনা -১"**

এটি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে ২য় জাতি। আদের পরে এরাই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করে। কোরআন নাজিলের পূর্বে এদের কাহিনী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। জাহেলি যুগের কবিতা ও গদ্য সাহিত্যে এর ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়। অসিরিয়ার শিলালিপি, গ্রীস, ইস্কান্দারিয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণও এর উল্লেখ করেছেন। ঈসা (আ:) এর জন্মের কিছুকাল পূর্বেও এ জাতির কিছু কিচ্ছু লোক বেঁচেছিল। রোমীয় ঐতিহাসিকদের মতে তারা রোমীয় সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয় তাদের শত্রু নিবতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

উত্তর পশ্চিম আরবের যে এলাকাটি আজ (আল হিজর) নাম খ্যাত, সেখানেই ছিল তাদের আবাস। সৌদি আরবের মদিনা ও তাবুকের মাঝখানে হিজায রেলওয়ের একটি স্টেশন রয়েছে, তার নাম "মাদায়েন সালেহ"। এটাই ছিল সামুদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। প্রাচীন কালে যার নাম ছিল "হিজর"। সামুদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যে সব বিপুলায়তন ইমারত নির্মাণ করেছিল এখনো হাজার হাজার এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। এ নিঝুম পরীটি দেখে আন্দাজ করা যায় যে, এক সময় এ নগরীর জনসংখ্যা কয়েক লাখের কম ছিল না।

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল (স:) যখন এ এলাকা অতিক্রম করেছিলেন তখন তিনি মুসলমানদেরকে এ শিক্ষনিয় নিদর্শনগুলো দেখান এবং এমন শিক্ষা দান করেন যা একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

এক জায়গায় তিনি একটি কুয়ার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলেন, এ কুয়াটি থেকে হযরত সালেহ এর উটনী পানি পান করতো। তিনি মুসলমানদের এ কুয়া থেকে পানি পান করতে বলেন। এবং অন্য সমস্ত কুয়া থেকে পানি পান করতে নিষেধ করেন। একটি গিরিপথ দেখিয়ে রাসূল বলেন, এ গিরিপথ দিয়ে হযরত সালেহের উটনীটি পানি পান করতে আসতো। তাই সেই স্থানটি আজও "ফাজ্জুন নাকাহ" উটনীর পথ নামে খ্যাত হয়ে আছে। তাদের ধ্বংসস্তূপগুলোর মধ্যে যে সব মুসলমান ঘোরাফেরা করছিল তাদেরকে একত্র করে রাসূল (স:) একটা ভাষণ দেন। এ ভাষণে সামুদ জাতির ভয়াবহ পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন, এটি এমন একটি জাতির এলাকা যাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। কাজেই এ স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করে চলে যাও। এটা ভ্রমণের জায়গা নয় বরং কান্নার জায়গা।

এ জাতি স্থাপত্য বিদ্যায় তৎকালীন সময়ে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেছিল।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

১. আর আমরা সামুদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালেহকে। সে তাদের বলেছিল, হে আমার কওম, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য-দাসত্ব-উপাসনা করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমান এসেছে। আল্লাহর একটি উটনী তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। এটাকে আল্লাহর জমিনে চরে খেতে দাও। কোন বদ নিয়্যতে এটাকে স্পর্শ করো না। করলে তোমাদের পাকড়াও করবে বেদনাদায়ক আযাব।

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم
مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ
لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উষ্টী তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভুমিতে চড়ে বেড়াবে। একে অসৎভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৭৩)

২ স্মরণ করো, আদ জাতির পরে তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং এমনভাবে তোমাদেরকে ভুখন্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতলভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছো। আর পাহাড় কেটে বানাচ্ছো ঘর. অতএব তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং ভূ-খন্ডে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেরিয়ো না।

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي
الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ
بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে আদ জাতির পরে স্থলাভিষিক্ত করেছেন; তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মান কর এবং পর্বত কেটে ঘর নির্মাণ কর। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৭৪)

৩. তার কওমের দাম্ভিব নেতারা দুর্বল করে রাখা ঈমানদারদের বলেছিল, তোমরা কি এটা যেন যে, সালেহ তার প্রভু পক্ষ থেকে প্রেরিত? তারা বলেছিল, হ্যাঁ, তাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ
آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا
أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾

তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা ঈমানদার দারিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করলঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে সালেহ কে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন; তারা বলল আমরা তো তার প্রেরিত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৭৫)

৪. তখন দাম্ভিকরা বলেছিল, তোমরা যা বিশ্বাস করো, আমরা তা অস্বীকার করি।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ٧٦

দাম্ভিকরা বললঃ তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অস্বীকার করি। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৭৬)

৫. অতঃপর তারা সেই উটনিকে হত্যা করে, আর অবাধ্য হয়ে আল্লাহর আদেশের এবং বলে, হে সালেহ, তুমি যদি একজন রাসুলই হয়ে থাকো, তবে যে শাস্তির ভয় আমাদের দেখিয়েছো তা নিয়ে আসো।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٧٧

অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বললঃ হে সালেহ, নিয়ে এস যা দ্দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রসূল হয়ে থাক। (সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৭৭)

৬. তারপর তাদের পাকড়াও করে এক প্রচন্ড ভুমিকম্প। ফলে তাদের সকাল হয় নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পরে থাকা অবস্থায়।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ٧٨

অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।
(সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৭৮)

৭. তখন সালেহ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল, হে আমার কওম, আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের জন্যে কল্যাণকর নসিহত করেছিলাম, কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দ করো না।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ
لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

সালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করলো এবং বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের বাণী পৌছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলকাঙ্খীদেরকে ভালবাসো না।
(সূরাঃ আল-আরাফ ৭:৭৯)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকি। যে সমস্ত ইবাদত ও আমলে সালেহ আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, সে সমস্ত ইবাদত ও আমল আমরা করি। আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের সৎ কাজ গ্রহণ করে আমাদের নাজাত দান করবেন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/